ছোটদের
ভালো ভালো গল্প

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীপ্রকাশ ভবন
এ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৯

প্রকাশিকা
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
এ ৬৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা ১২

প্রচ্ছদ শিল্পী
চারু খান

মুদ্রক
ধনঞ্জয় সামন্ত
মহেন্দ্র প্রেস
৫৮ কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলকাতা ৬

মিষ্টি মেয়ে গোপাকে

দিলাম

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
ছোটদের ভালো ভালো গল্প

লহ প্রণাম !

এরকম যে হবে তা সে ভাবতেও পারেনি।

শিবনাথ গিয়েছিল ছেলের জন্য ওষুধ আনতে। কলকাতা শহরের একটা বড় রাস্তার মোড়ে মস্ত বড় ওষুধের দোকান। বাড়ী থেকে বেশি দূরে নয়। হেঁটে গেলেও চলতো। কিন্তু পাছে দেরি হয়ে যায় তাই সে ছুটতে ছুটতে গিয়ে চলন্ত একটা ট্রামের হাতল ধরে' উঠে পড়েছিল—এই তার অপরাধ। ট্রামে ছিল অসম্ভব ভিড়। বসবার জায়গা তো ছিলই না, গাড়ীর ভেতর গিয়ে একপাশে যে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকবে—তারও উপায় নেই। কেউ একটুখানি সরেও দাঁড়ালো না। ক্রমাগত শুধ্ অপরিচিত হিতৈষীদের হিতোপদেশ বর্ষিত হ'তে লাগলো : হাতল ধরে' ঝুলবেন না মশাই, নেমে পড়ুন।

—হাতীর মত একটা 'বাস্' এলেই দেবে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করে'।

—কপালে মৃত্যু যদি থাকে তো কে বাঁচাবে বলুন !

হঠাৎ এই মৃত্যুর কথাটা তার কানে যেতেই শিবনাথ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

বাড়ীতে তার ছেলে মৃত্যুশয্যায়। তারই জন্য ওষুধ আনতে যাচ্ছে।

কাচের পুতুলের মত সুন্দর তার দু'বছরের শিশু—মিনু। রেশমের মত কোঁকড়ানো একমাথা চুল। ঢলঢলে কালো দুটি চোখ। মুক্তোর মত সাজানো ছোট ছোট দাঁত। মুখে তার আধো-আধো কথা!

পঁচাত্তর টাকা মাইনের দরিদ্র কেরাণী এই শিবনাথ! সংসারে তার রাজপুত্রের মতো ওই একটিমাত্র ছেলে!

সেই ছেলে আজ দশদিন বিছানায় শুয়ে।

যে ছেলে সব সময় ছুটে ছুটে ঘুরে বেড়ায়, যে ছেলে শুধু হাসে আর হাসায়, গত তিনদিন থেকে সেই ছেলের মুখে না আছে হাসি, না আছে কথা। চোখ দুটো হয়েছে লাল, অমন সুন্দর মুখ ম্লান হয়ে গেছে বাসি ফুলের মত। ঘন ঘন শুধু মাথা নাড়ছে আর কাঁদছে। কোথায় যে কিসের যন্ত্রণায় সে এমন ছট্‌ফট্ করছে কিছুই বলতে পারছে না।

কি নিদারুণ অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে যে দিন কাটছে তা জানেন একমাত্র ভগবান!

দু'হাত দিয়ে মিনুকে তার বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে' মা শুধু প্রার্থনা করেছে—ছেলেকে আমার ভালো করে দাও ভগবান! নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ওই শিশু কি এমন অপরাধ করেছে যার জন্য তার এই কষ্ট?

নিরুপায় অসহায়ের মত শিবনাথ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—দিনের পর দিন।

প্রথম প্রথম খুবই ভেবেছে সে। ভেবেছে—ছেলের অসুখ করেছে, সেরে যাবে। এমন অসুখ সব ছেলেরই হয়। তার ছেলেরও হয়েছে। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য এত চিন্তাই বা কিসের?

ছেলে কিন্তু সারলো না। অসুখ কেমন যেন বেড়েই চললো।

ছেলেকে চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করে না। অথচ আপিস না গেলে চাকরি যাবে। চাকরি গেলে খেতে পাবে না। কাজেই আপিস তাকে যেতেই হয়।

আপিস যায়। কাজও করে। আপিসের ছুটির পর আগে সে পায়ে হেঁটেই বাড়ী ফিরতো। এখন আর তার পায়ে হেঁটে দেরি করে' বাড়ী ফেরবার মত মনের অবস্থা নয়। অথচ মাসের শেষ। হাতে টাকা নেই। যৎসামান্য যা আছে তাই দিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে

ছেলের চিকিৎসা চলে না। আপিসের বড়বাবুর কাছে ধার চেয়েছিল। ধার মেলেনি। তাই সে অপেক্ষা করছে আর দুটো দিনের। দু'দিন পরেই মাইনে পাবে পঁচাত্তর টাকা।

মাইনে পেলেই সে ডাক্তার ডাকবে। তার জানা সবচেয়ে বড় ডাক্তারের ফিস্ ষোলো টাকা। ষোলো টাকাই দেবে।

কিন্তু তার আগেই যদি ছেলেটা মরে যায়? আপিস থেকে বাড়ী ফেরবার পথে সবচেয়ে খারাপ কথাগুলোই তার মনে হলো। মনে হয়, বাড়ীর দোরের কাছাকাছি যেতেই যদি সে শুনতে পায় তার স্ত্রীর কান্না? বাড়ী গিয়ে যদি সে দেখে—তার মিনুর জ্বর একদম সেরে গেছে—গা-হাত-পা বরফের মত ঠাণ্ডা, নাকে নিশ্বাস পড়ছে না, অমন সুন্দর কালো দুটি চোখের তারা ঘোলাটে,…ডাকলে সাড়া দেয় না, মুখখানি ম্লান…! আর সে ভাবতে পারলে না, শিবনাথের চোখ দিয়ে দর্ দর্ ক'রে জল গড়িয়ে এলো।

লুকিয়ে চোখের জল মুছে সে তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে দেখলে— মিনু বেঁচে আছে, কিন্তু এখনও তার যন্ত্রণার লাঘব হয়নি।

শিবনাথ মাইনে পেয়েছে।

আর কোনও কথা নয়। ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ী ঢুকলো।

মিনুকে অনেকক্ষণ ধরে' দেখলেন ডাক্তারবাবু। বললেন: আরও আগে ডাকেন নি কেন?

কেন ডাকেনি?

শিবনাথ ডাক্তারের মুখের পানে সকরুণ চোখে তাকিয়ে রইলো। শিবনাথের স্ত্রী ছিল দোরের একপাশে চুপ করে' দাঁড়িয়ে। তার দু' চোখ তখন জলে ভরে' এসেছে।

ডাক্তার ইনজেকসন্ দিলেন, ওষুধ দিলেন।

শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলে : ছেলেটা বাঁচবে তো ?

ডাক্তারবাবু বললেন : দেখি চেষ্টা করে'।

তারপর চললো যমে-মানুষে টানাটানি—দিনের পর দিন।

ডাক্তারবাবু আবার এলেন।

মাত্র পঁচাত্তরটি টাকা সম্বল !

তাইতে খেতে হয় দু'বেলা, বাড়ী ভাড়া দিতে হয়, প্রতিমাসে যাবতীয় খরচ ওইতেই চালাতে হয় শিবনাথকে।

এবার কিন্তু বাড়ী ভাড়া দেওয়া হলো না। খেতে হয় তাই একবেলা চারটি খেলে, বাকি টাকা ডাক্তারে ওষুধে আর ইন্‌জেকসনেই ফুরিয়ে গেল।

সেদিন তার শেষ সম্বল ছিল মাত্র দশটি টাকার একটি নোট। ডাক্তারের লেখা প্রেসক্রিপ্‌সনের সঙ্গে নোটটি ভাঁজ করে রেখে শিবনাথ গিয়েছিল ওষুধের দোকানে।

মনের মধ্যে একমাত্র চিন্তা—এই দশটি টাকা ফুরিয়ে গেলে কি করবে সে ? স্ত্রীর গায়ে এতটুকু সোনা নেই, সঞ্চয় নেই একটি পয়সাও।

কারও কাছে দয়া ভিক্ষা করতে শিবনাথের মাথা হেঁট হয়ে যায়। এমন দিনও গেছে তার জীবনে যখন পয়সা অভাবে সারাটা দিন না খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছে তবু কারও কাছে সে একটি পয়সাও ধার চাইতে পারেনি। ধার দেবার সামর্থ্য আজকাল আছেই বা কার ? তাকে দেবেই বা কে ?

এমনি সব নানান্ কথা ভাবতে ভাবতে ওষুধের দোকানটা সে পেরিয়ে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়তেই সে চলন্ত ট্রাম থেকে চীৎকার করে' উঠলো : রোখ্‌কে !

ট্রাম যে চালাচ্ছে সে তার আজ্ঞাবহ দাস নয়। ট্রাম থামবার জায়গাটা একটু দূরে। শিবনাথ অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। চলন্ত ট্রাম